গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৮-৬১৯

তারিখঃ ২৫/০৬/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ দুপুর ২.০০ মিনিট।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

অতিবৃষ্টি/পাহাড়ি ঢলে ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি:

মৌলভীবাজার:

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার জানান যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে জেলার সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ২৬টি স্থানে (কুলাউড়া উপজেলায়- ৯টি, সদরে- ৬টি, রাজনগরে- ৪টি, কমলগঞ্জে- ৭টি বাঁধ ভেংগে জেলার ৫টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। জেলার শ্রীমংগল উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ২,০৯০ টি পরিবারের ৯,৪৩৮ জন লোক, কুলাউড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ৯৪টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে ৪০ কিঃমিঃ কাঁচাপাকা রাস্তা, ৫৬০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১৪৬০ হেঃ জমির আউশ ধানসহ ৬,৩২২ টি পরিবারের ৩৩,৬০৮ জন, কমলগঞ্জ উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ২৭,৯২০টি পরিবারের ১,৩৭,৪৯৬ জন, ৮০০ হেঃ জমির আউশ ধান, রাজনগর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৭,১৮০ পরিবারের ২৯,৭৫৮ জন ৯০৫ হেঃ জমির আউশ ধান এবং সদর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ১০,৫০৮টি পরিবারের ৫১,৩৫৩ জন লোকও ১৯৫ হেঃ জমির আউশ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় ৫টি উপজেলার সর্বমোট ৩৫টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার ৫৪,০২০ টি পরিবারের ২,৬১,৬৫৩ জন লোক, ৯৪ টি গ্রাম, ৪০ কিঃমিঃ কাঁচাপাকা রাস্তা, ৫৬০টি কাঁচা ঘরবাড়িসহ ৩,৩৬০ হেঃ জমির আউশ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে ১২/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে এ পর্যন্ত ৮ জন লোক মারা গেছে। মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্রে ২০৩ জন লোক অবস্থান করছে।

জেলার ধলাই ও মনু নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর, কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গল উপজেলার বন্যার পানি নেমে গেছে এবং কুলাউড়া উপজেলার ৪/৫ টি ইউনিয়নে ও জুরি উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে এখনও বন্যার পানি আছে।তবে বন্যার পানি কমছে। জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

বন্যা দূর্গত এলাকায় জনসাধারণকে জরুরি চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৭৪টি মেডিক্যাল টিম গঠন করে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। মৌলভীবাজার পৌরসভা কর্তৃক শহর রক্ষা বাঁধের ঝুকিঁপূর্ণ অংশে ১৫,০০০ টি বালির বস্তা স্থাপন করা হয়েছে যা এখনও পর্যন্ত কার্যকর আছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৭,৭০০টি জিও টেক্সব্যাগ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়ে এ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ত্রাণ সমন্বয় সেল গঠন করা হয়েছে। দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর ০১৫৫-৮৯৪৫৪৩৩ । যেসকল বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার পানি প্রবেশ করেছিল সে গুলো একনো মেরামত করা হয়নি । বাঁদগুলো দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে জিআর ক্যাশ ২৯,৭৭,০০০/ এবং জিআর চাল ১,৫৩৩ মে.টন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১,৫৩৩ মেঃটন জিআর চাল ও ১৫,০০,০০০/- জিআর ক্যাশ, শুকনো খাবার ৫০০০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় বর্তমানে মজুদ আছে ১৪,৭৭,০০০/- জিআর টাকা। বিভিন্ন ধর্মিয় প্রতিষ্ঠনে/উৎসব অনুষ্ঠানে জিআর চাল খাতে ৪৬৫ মে: ট: জিআর চার মজুদ রয়েছে। সম্প্রতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় কর্তৃক ১০০০ বান্ডিল ঢেউ টিন এবং গৃহ নির্মাণ বাবদ ৩০,০০০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সিলেটঃ

জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা জানান যে, সিলেট জানান যে, গত ১২/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় এ জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, জৈন্তা, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজারসহ ৯টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি ৪টি পয়েন্টে এখনও বিপদসীমার সামান্য উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ৪টি পয়েন্টের মধ্যে ৩টি পয়েন্টে গত ২৪ ঘন্টায় পানি হ্রাস পেয়েছে ও ১টি পয়েন্টে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার ৫১ টি ইউনিয়নের ১,০৫,১০০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে বর্তমানে কোন লোক নাই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে এ যাবৎ ২৭৫ মেঃটন জিআর চাল এবং ৪,৮০,০০০/- টাকা ৩০ বান্ডিল ঢেউটিন ও ঢেউটিনের সাথে ৯০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গোয়াইনঘাট ও জৈন্তা উপজেলার বন্যার পানি নেমে গেছে। জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও ওসমানীনগর উপজেলার বন্যার পানি নেমে যাচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। বন্যার পানিতে ডুবে এ পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

২৫/০৬/১৮